যায়যায়দিন

তারিখ 3 MAY 2010
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

জবিতে ছাত্রলীগের বাণিজ্য : ৬০ লাখ টাকায় ৫৫ জনকে ভর্তি

এম মামুন হোসেন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের চারটি বিভাগে ৬০ লাখ টাকার বিনিময়ে ৫৫ শিক্ষার্থীকে অবৈধভাবে ভর্তি করা হয়েছে। তবে এ অবৈধ ভর্তির দায় নিতে চান না বিভাগের চেয়ারম্যানরা। তারা জানান, রেজিস্ট্রার অফিসের নির্দেশে তারা এসব ছাত্রকে ভর্তি করাতে বাধ্য হয়েছেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, হিসাববিজ্ঞান বিভাগে ১৯, ব্যবস্থাপনা বিভাগে ১১, ফিন্যান্স বিভাগে ১৩, মার্কেটিং বিভাগে ১২ জনকে অবৈধভাবে ভর্তি করা হয়েছে। রেজিস্ট্রার অফিসে জমাকৃত ভর্তি ফরমে দেখা গেছে, এক লাখ টাকার বিনিময়ে অবৈধ ভর্তির সুযোগ পাওয়া এক ছাত্র ভর্তি ফরমের কোটার ঘরে লিখেছে, 'রিপন ভাই কোটা'। এ রিপন ভাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সভাপতি কামরুল হাসান রিপন। ১ লাখ ২০ হাজার টাকায় চুক্তিতে ভর্তি হওয়া এক ছাত্র অর্ধেক টাকা দিয়ে ভর্তি হওয়ার পর বাকি টাকা দিতে দেরি করায় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা তাকে অপহরণ করে। দুদিন আটক রেখে বাকি টাকা পাওয়ার পর তাকে ছাড়া হয়। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মো. ওহিদুজ্জামান জানান, ঘটনাটি তিনি জানেন। পরে ছাত্রের অভিভাবক বাকি টাকা দিয়ে ছেলেকে অপহরণকারীদের হাত থেকে মুক্ত করেন।

এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ অনুষদভুক্ত 'গ' ইউনিটে ৬০০ আসনের

বাণিজ্য : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

বাণিজ্য : জবিতে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বিপরীতে ৩৫ হাজার ভর্তি ফরম বিক্রি হয়। ভর্তি পরীক্ষায় পাস করে চার হাজার পরীক্ষার্থী। যেখানে মৌখিক পরীক্ষার জন্য মেধাক্রম ১ হাজার ৫০০ পর্যন্ত ডাকার পর অনুষদের কোনো আসন শূন্য ছিল না। সেখানে ৩ হাজার ৯৯৬ মেধাক্রমধারী ছাত্র অনুষদের একটি বিভাগে ভর্তি হয়েছে। তার সঙ্গে যোগাযোগ করে কীভাবে ভর্তি হয়েছে জানতে চাইলে সে কিছু বলতে অস্বীকৃতি জানায়।

ভর্তি কমিটিতে থাকা এক শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, তিনি ছাত্রদের কাছে শুনেছেন অবৈধ ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরা ফিন্যান্স ও হিসাববিজ্ঞানে ভর্তি হওয়ার জন্য দেড় লাখ টাকা এবং ব্যবস্থাপনা ও মার্কেটিং বিভাগে এক লাখ থেকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা চুক্তি করেছে। তিনি আরো জানান, ভর্তি কার্যক্রম শুরুর পর থেকেই উপাচার্য ও ভর্তি কমিটির কাছে প্রতিটি বিভাগে ভর্তির জন্য 'ছাত্রলীগ কোটা' নামে কোটা রাখার দাবি জানায় ছাত্রলীগ। তালিকা অনুযায়ী অবৈধ ভর্তি করাতে অস্বীকৃতি জানালে সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিমকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। লাঞ্ছিত শিক্ষক উপাচার্যের কাছে বিচার চেয়েও বিচার পাননি। ভর্তি বাণিজ্যে ছাত্রলীগের বেপরোয়া আচরণে এবারের পুরো ভর্তি প্রক্রিয়াই প্রশ্নবিদ্ধ বলে মনে করেন তিনি। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বেঞ্চ বানানো থেকে টয়লেটের হারপিক কেনার টেন্ডারও এখন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের দিতে হয়। সেখানে ভর্তি প্রক্রিয়াকে অস্বচ্ছ না করলেও পারত তারা। তিনি বলেন, তারা ছাত্রলীগের হাতে জিম্মি। তাদের তালিকা অনুযায়ী ডিসি কিছুটা কাটছাট করতে চাইলে তারা তাকে হুমকি দেন, তিনি জামায়াত-শিবিরের এজেন্ট। কিন্তু উপাচার্য আজীবন অসাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী একজন শিক্ষক। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীল দলের শিক্ষক-নেতা।

জানা গেছে, হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগে ২২০টি করে আসন এবং মার্কেটিং ও ফিন্যান্স বিভাগে আসন সংখ্যা ১১০টি। নিয়মানুযায়ী মুক্তিযোদ্ধা কোটা পাঁচ শতাংশ ও অন্যান্য কোটা এক শতাংশ। এতে কোটা হিসাবে হিসাববিজ্ঞানে ১৩, ব্যবস্থাপনায় ১৩, মার্কেটিংয়ে সাত এবং ফিন্যান্স বিভাগে সাতজন ভর্তি করা যাবে। কিন্তু হিসাববিজ্ঞান বিভাগে ৩২, ব্যবস্থাপনায় ২৪, ফিন্যান্সে ২০ ও মার্কেটিং বিভাগে ১৯ জন ভর্তি করা হয়েছে। অবৈধভাবে হিসাববিজ্ঞান বিভাগে ১৯, ব্যবস্থাপনায় ১১, ফিন্যান্সে ১৩ ও মার্কেটিংয়ে ১২ জন ভর্তি করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অফিস থেকে বিভাগগুলোতে অবৈধ ভর্তির তালিকা পাঠানো হয়েছে। রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মো. ওহিদুজ্জামান স্বাক্ষরিত ওই তালিকায় লেখা ছিল 'বিভাগে ভর্তির জন্য আদিষ্ট হয়ে অনুমতি প্রদান করা হলো। আপনাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।' এ চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে বিভাগগুলোতে অবৈধ ভর্তি করা হয়েছে বলে চেয়ারম্যানরা এ দায়ভার নিতে চাচ্ছেন না।

ফিন্যান্স বিভাগের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ মঞ্জুর মুর্শেদ ভূঁইয়া যায়যায়দিনকে বলেন, কর্তৃপক্ষ ভর্তি করাতে বলেছে, বিভাগে ভর্তি করানো হয়েছে। কর্তৃপক্ষের আদিষ্ট হয়ে ভর্তি করিয়েছেন বলে তিনি দাবি করেন। তিনি বলেন, তদন্ত করা হলে অবশ্যই অবৈধ ভর্তি হওয়া ছাত্রদের ছাত্রত্ব বাতিল হয়ে যাবে।

মার্কেটিং বিভাগের চেয়ারম্যান এম বখতিয়ার রানা বলেন, উপাচার্যের নির্দেশে রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষরিত ছাত্রদের নামের তালিকা পেয়ে তিনি সরাসরি উপাচার্যের সঙ্গে ফোনে আলাপ হয়ে বিষয়টি নিশ্চিত হন। তিনি উপাচার্যের নির্দেশমতো ছাত্রদের ভর্তি করিয়েছেন বলে জানান। তিনি বলেন, উপাচার্যের নির্দেশ দাপ্তরিক সিদ্ধান্ত বিবেচনা করে ছাত্রদের মার্কেটিং বিভাগে ভর্তি করানো হয়েছে। অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোশারাফ হোসেন এ বিষয়ে কিছু বলতে অস্বীকৃতি জানান।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার জানান- মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী, ওয়ার্ড ও পোষ্য কোটা সাত শতাংশের বেশি নয়। ভর্তিতে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে স্বীকার করে তিনি বলেন, আদিষ্ট হয়ে বিভাগের চেয়ারম্যানকে ভর্তি করাতে বলা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ যেভাবে বলেছে, সেভাবেই তালিকা করে ভর্তি করা হয়েছে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। অবৈধ ভর্তি হয়ে থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট তদন্ত করে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবে। তবে কেউ অনিয়মের অভিযোগ করলে ইউজিসিও তদন্ত করবে বলে তিনি জানান।